বর্তমান সরকারের সময় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্ল্যখযোগ্য সাফল্য চিত্র।

ক্র নং	কর্মকান্ডের বিষয়	বর্তমান সরকারের সময়ের অর্জন (২০০৯ হতে চলমান)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	(৫)		
০১.	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ জনে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।	ভাতা বিতরণে প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।	* ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম সহজীকরণ; * ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধে স্বচ্ছতা আনয়ন; * ভাতা কার্যক্রমে সমীক্ষা প্রণয়ন এবং * ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০২.	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ ১২ হাজার জনে এবং ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।		* ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম সহজীকরণ; * ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং * ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ জনে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।		* ভাতা পরিশোধ কার্যক্রম সহজীকরণ; * ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং * ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ভোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে ২০৪৮২ জনে উন্নীত করা হয়েছে। উপবৃত্তির হার: প্রাথমিক স্তর-৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তর-৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৬০০ টাকাও উচ্চতর স্তর-১০০০ টাকা।	উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব হতে চেকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।	ভাতা বিতরণে প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।	* উপবৃত্তি পরিশোধ কার্যক্রম মনিটরিং জোরদাকরণ এবং * ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৫.	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ৪৩,৩৭৬টি পরিবারের মধ্যে ৫৪ কোটি ২২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	এ কর্মসূচির আওতায় এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অনেকেই ঋণ গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন।	কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা যুগোপযোগী করে এপ্রিল ২০১০ হতে নতুন নীতিমালার আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৬৪%।	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৮৬৩টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ১২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭১২ টাকা বেশী পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।
০৬.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS)	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর আওতায় ৩,৮৩,৭৪০টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	আরএসএস কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৯৪%।	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১,৮৫,৯২৭টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ৪৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা বেশী বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।

		ঋণ হিসেবে ১৫৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।				
০৭.	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম(UCD)	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম(ইউসিডি) এর আওতায় ২৭,৪০৫টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ২৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) বাস্তবায়নের ফলে শহর এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৮৮%।	* এ কার্যক্রমে আওতায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করা হয়েছে; * লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং * শহর এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে।
০৮.	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (RMC)	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম(আরএমসি) এর আওতায় ৫৮,৯২২টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ১৭ কোটি ১ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আরএমসি) বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকার অসহায় ও বিপন্ন মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৮৮%।	* এ কার্যক্রমের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করা হয়েছে; * লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং * অসহায় ও বিপন্ন মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে।
০৯.	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম	• হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৭,১২,৫৬৯ জন দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। • দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৫০৯টি সরকারি, বে-সরকারি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গঠিত রোগী কল্যাণ সমিতিকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ৯ কোটি ৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।	• এ কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্সে রোগিকল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। • হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম যুগোপযোগী ও গতিশীল করার জন্য "হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা" অনুমোদন করা হয়েছে।	--	* পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্সে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। * পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৭ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৯ জন বেশী দরিদ্ররোগীকে চিকিৎসা সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।
১০.	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ১১০৪ জনকে প্রবেশনে মুক্তি প্রদানসহ সমাজে পুনরায় একীভূত করা হয়েছে এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ৯৮০৮	কারাগারের অভ্যন্তরে কারাবন্দিদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সেলাই প্রশিক্ষণ, বাঁশবেত, গামছা বুনন, ঠোংগা তৈরিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে ।	--	* পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১১০৪ জনকে প্রবেশনে মুক্তি প্রদান করা হয়। * ৯৮০৮ জনকে আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

		জনকে সমাজে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	করে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে।			
১১.	ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	৬টি ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ১৯০০ আসনে ৪২৪ জন নিবাসী রয়েছে। কেন্দ্রে অবস্থিত নিবাসীদের ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	ভবঘুরে ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কেন্দ্রে রেখে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮২২ জনকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত "ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১" প্রণয়ন করা হয়েছে।	--	কেন্দ্রে অবস্থিত নিবাসীদের ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
১২.	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	১৯৬১ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) ১৯৬১ অধ্যাদেশের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর হতে ৬৪ জেলা হতে ৮১৩৭টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।	যে সকল সংস্থা নিষ্ক্রীয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজে লিপ্ত ছিল সে সকল সংস্থার শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ৬০৩২টি সংস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং ৪৮৩০টি সংস্থা বিলুপ্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ যুগোপযোগী করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;	--	নিষ্ক্রীয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজে লিপ্ত সংস্থার শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে বিলুপ্ত কার্যক্রম গ্রহণ করায় সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হয়েছে এবং সংস্থার কার্যক্রম পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় জোরদার হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ সংশোধনপূর্বক নিবন্ধন ফি ২,০০০/- থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; সংস্থার নিবন্ধন ফি ৫,০০০/- থেকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকায় উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান।
১৩.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১১০৮০ জন কর্মকর্তাকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পেশাগত কাজের মান উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে।	১০০%	* জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৫৫১ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। * সরকারে প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
১৪.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১৬৫৯ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মচারীদের পেশাগত কাজের মান উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রশিক্ষিত কর্মচারীগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানের মাধ্যমে লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে।	১০০%	* আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা ১৬৫৯ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। * সরকারে প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
১৫.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ভিক্ষুক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়। ঢাকা মহানগরীকে ১০টি ভাগে ভাগ	পুনর্বাসনে আগ্রহীদের রিক্শা, ভ্যান ইত্যাদি উপকরণ প্রদান ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমাজের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরকে	কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা নিকট ভবিষ্যতে সমাজ হতে দূরীভূত হবে।	--	* কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। * কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা নিকট ভবিষ্যতে সমাজ হতে দূরীভূত হবে। * ঘোষিত এলাকাসমূহে অভিযান চালানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর এর কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারে কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেটি ক্ষমতা ২১ জুলাই ২০১৩

		করে একই দিনে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। জরিপকৃতদের ডাটাবেইজ করা হয়েছে। জরিপভুক্তদের মধ্য হতে পাইলট কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ৩৭ জন ও জামালপুর ২৯ জনকে রিক্সা ভ্যান ও প্রতিজনকে ৫০০০ টাকা করে ক্ষুদ্র পুজি বিতরণ করা হয়েছে।	ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে মহানগরীর বিমানবন্দর এলাকা, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল রূপসী বাংলা, হোটেল রেডিসান, বেইলী রোড, কূটনৈতিক জোন ও দূতাবাস এলাকাসমূহকে ভিক্ষুকমুক্ত করার কার্যক্রম চলমান।			তারিখের পত্রের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করা হয়েছে।
১৬.	"হিজড়া পুনর্বসিন কর্মসূচি" বর্তমান সরকারের সময় দেশের পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা হিজড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হিজড়াদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পাইলটিং পর্যায়ে ৭(সাত)টি জেলা যথাক্রমে: ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, দিনাজপুর. খুলনা, পটুয়াখালী ও সিলেট জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৭২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার মাধ্যমে ১৮ বছরের উর্ধ্বে ৩৫০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও তাদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্তকরণ করা হয়েছে এবং ৫ বছরের উর্ধ্বে ৩০০ জনকে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।	পাইলটিং পর্যায়ে ৭(সাত)টি জেলায় এ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করায় তাদের মধ্যে সামাজিক জীবন যাত্রার মান ও মানবিক মূল্যবোধের মাত্রা পরিবর্তন লক্ষ্যনীয় হচ্ছে।	দেশের প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হলে তারাও একদিন দেশেন উন্নয়নে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে। তাদের প্রতি সমাজের অনীহা আর বাঁকা দৃষ্টির মানসিকতা পরিবর্তন করা সহজতর হবে।	--	• ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আরো ১৪টি নতুন জেলাসহ ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চলমান। • হিজড়া জনগোষ্ঠীকে পৃথক লিঙ্গে চিহ্নিতকরণ : হিজড়াগণ একটি ব্যতিক্রমী জনগোষ্ঠী। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের জীবন যাপনের প্রকৃতি ভিন্ন। সামাজিক দৃষ্টিতে তারা অবহেলিত এবং নাগরিক সুবিধা হতে বঞ্চিত। নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত এ জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ লিঙ্গে চিহ্নিতকরণ করা প্রয়োজন। লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হলে তাদের পরিচিতি দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশে বসবাসরত হিজড়া সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্ত নারী পুরুষ লিঙ্গের পাশাপাশি তাদেরকে ৩য় সত্ত্বা হিসেবে একটি বিশেষ লিঙ্গ যথা হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৭.	"বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচি এ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করে তাদের বিশেষ ভাতা, শিক্ষাবৃত্তি	পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৭(সাত) টি জেলায় যথাক্রমে ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, নওগাঁ, দিনাজপুর, যশোর, পটুয়াখালী ও হবিগঞ্জ জেলাকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২১০০ জন অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মাসিক ৩০০ টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হয়েছে এবং ৫ বছরের উর্ধ্বে ৮৭৫ জনকে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।	পাইলটিং পর্যায়ে ৭(সাত)টি জেলায় এ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিশেষভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান করার ফলে তাদের সামাজিক জীবন যাত্রার মান ও মানবিক মূল্যবোধের মাত্রা পরিবর্তন লক্ষ্যনীয় হচ্ছে।	দেশের প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হলে তারাও একদিন দেশেন উন্নয়নে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে। তাদের প্রতি সমাজের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজ জীবনে অনীহা আর বাঁকা দৃষ্টির মানসিকতা পরিবর্তন হবে।	--	* ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আরো ১৪টি নতুন জেলাসহ ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। * এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহজতর হবে।

	প্রদান করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।					
১৮.	প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি	প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপি মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ ১ জুন ২০১৩ থেকে শুরু করা হয়। বর্তমানে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত ৫৫০ টি ইউনিটের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ১০১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।	বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ, দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, প্রতিবন্ধীব্যক্তিকে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান এবং প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সম্বলিত database প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হবে।	প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হলে তাদের একটি আমব্রেলার নিচে আনা সম্ভব হবে এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারা তাদের সম্পৃক্ত করাও সহজতর হবে।	৯০%	প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ওয়েববেজড্ ডায়নামিক সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ বাস্তব ফলাফল বয়ে আনবে।
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম: ক. শিশু বিষয়ক						
১৯.	সরকারি শিশু পরিবার	৮৫ টি(ছেলে ৪৩ টি, মেয়ে ৪১ টি এবং মিশ্র ১ টি) সরকারি শিশু পরিবারে ১০৩০০টি আসনে নিবাসী সংখ্যা ৯৪৮২ জন। নিবাসীদের প্রতিপালনের জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	এতিম দু:স্থ শিশুরা সরকারি শিশু পরিবারে শিক্ষা, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে শৃঙ্খলিত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারিভাবে প্রতিপালিত নিবাসীদের মধ্যে ৬১৫৮ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	➢ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ➢ ২টি শিশু পরিবারে নিবাসীদের জন্য শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পাইলটভিত্তিতে 'শিশু পরিষদ' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২০.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত ৩,৩৭০টি নিবন্ধনকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ৫৫,০৫৬ জন নিবাসীকে ৬৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হচ্ছে।	সরকারের পাশাপাশি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নিবন্ধনকৃত বেসরকারি এতিমখানা এতিম শিশুদের প্রতিপালন করে সমাজ বিনির্মাণে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পচ্ছে।	২,৫৩,৫৯৬ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ক্যাপিটেশন বরাদ্দ ৭০০/- টাকা হতে ১০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২১.	ছোটমণি নিবাস (০ হতে ৭ বছর)	৬ বিভাগে ৬ টি ছোটমণি নিবাসে ৬০০ টি আসনের মধ্যে ২২০ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক	নিবাসীদের কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে	বর্তমান সরকারের সময়ে ২৩০ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 'ছোটমণি নিবাস' এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

		মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।			
২২.	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকার আজিমপুরে)	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রে (আজিমপুর, ঢাকা) ৫০টি আসন ৪১ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ১২৫০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ১১০ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 'দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র' এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ৭৫০/- টাকা হতে ১২৫০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৩.	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৩টি। ৭৫০টি আসনের মধ্যে ৪৪৫ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ৯৬২ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	❖ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ❖ নিবাসীদের জন্য শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পাইলটভিত্তিতে 'শিশু পরিষদ' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমঃ খ. প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক						
২৪.	সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪ জেলায় ৬৪ টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রে ৬৪টি আসনের মধ্যে বর্তমানে ৩০৮ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ১০৭ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৫.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫ টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৩৪০ টি আসনের মধ্যে ২০৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ২৩৫ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৬.	বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৭টি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৬২০ টি আসনের মধ্যে ৪৩৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ৩৫৯ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	---	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৭.	জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১ টি জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫০ টি আসনের মধ্যে ৮ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ৪৫ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৮.	শারিরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১১৫ টি আসনের মধ্যে ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ২৬৫ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৯.	মানসিক প্রতিবন্ধী	১ টি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান ৭৫ টি	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের	বর্তমান সরকারের সময়ে ৩২ জনকে পারিবারিক ও	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রের

	শিশুদের প্রতিষ্ঠান	আসনের মধ্যে ৫৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।		নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম: গ. সংশোধনী বিষয়ক কার্যক্রম						
৩০.	কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র	৩ টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ৫০০ টি আসনের মধ্যে ৫৪৯ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অপরাধ মুক্তভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ৪৭১১ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	✓ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ✓ নিবাসীদের জন্য শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পাইলটভিত্তিতে 'শিশু পরিষদ' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩১.	সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬ টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৬০০ টি আসনের মধ্যে ১৫৬ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ৩৭৬ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
৩২.	সেফ হোম	৬ টি সেফ হোম ৩০০ টি আসনের মধ্যে ৩৩৯ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় নিজেদের অধিকার করে নিরাপদ আবাসনের সুযোগ পাচ্ছে।	বর্তমান সরকারের সময়ে ২৮৭৬ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	❖ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সেফ হোম কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ❖ নিবাসীদের জন্য শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পাইলটভিত্তিতে 'শিশু পরিষদ' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।